সাতদিন

১৯ জুলাই : ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের মুখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভ্যাট কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা প্রত্যাহার করেছে।

২০ জুলাই : অধিকাংশ নদ-নদীর পানি আরো বেড়ে যাওয়ায় দেশের ৪০টি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

২১ জুলাই : প্যাকেজ ভিত্তিতে ভ্যাট ও বকেয়া ভ্যাট পরিশোধে আলোচনার মাধ্যমে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার দাবিতে বাংলাদেশ ব্যবসায়ী সংগঠন ঐক্য পরিষদের আহ্বানে রাজধানীর প্রায় সব দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সকাল-সন্ধ্যা ধর্মঘট পালিত হয়।

প্রায় এক যুগ পর ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানায় নৃশংস পিতা-পুত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের ডাবল ফাঁসির আদেশ হয়েছে।

২২ জুলাই : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত। পাসের হার ৪১ দশমিক ৯৩।

২৩ জুলাই : ১ দিনে আধ ফুট থেকে প্রায় পৌনে এক ফুট পানি বেড়ে যাওয়ায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থান নিমজ্জিত।

২৪ জুলাই : আওয়ামী লীগের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল প্রত্যাহার।

২৫ জুলাই : চট্টগ্রামের সেলস সেন্টারে ডাকাতি। তিন লাখ টাকা লুট।

বন্যার্তের জন্য হাত বাড়িয়ে দিন

সিরাজগঞ্জে বাঁচার জন্য ওরা ঘরের চালে আশ্রয় নিয়েছে

দেশে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে। দেশের অর্ধেক ভূখন্ড এখন পানিতে নিমজ্জিত। সিলেট অঞ্চল থেকে পানি কিছুটা নেমে গেলেও দেশের মধ্য ও নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি ক্রমেই বাড়ছে। ঢাকার সঙ্গে জেলাগুলোর রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বন্যা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বন্যার পরিস্থিতি আগামী কয়েক দিন এ জেলাগুলোতে আরো অবনতি হবে। গোপালগঞ্জ, বরিশাল, যশোর অঞ্চলও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্লাবিত হতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। কার্যত অবর্ণনীয় এক দুর্দশার মধ্যে কাটছে দেশের বন্যাকবলিত মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত। এ কারণে আজ বড় প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে বন্যাকবলিত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো। গড়ে তোলা প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য।

দেশে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য নানা ধরনের প্রাকদুর্যোগ কমিটি রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে বলে আগাম সংকেত বিশেষজ্ঞ মহল থেকে দেয়া হয়েছিল। কার্যত সরকার বন্যা মোকাবেলায় তেমন কোনো পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। বন্যায় আশ্রয়হীন মানুষের জন্য সরকারের কার্যকর ত্রাণ তৎপরতা চোখে পড়ছে না। বিরোধী দল রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েই দায়ভার এড়ানোর চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সামাজিক, পেশাজীবী সংগঠনের মধ্যেও অতীতের মতো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, বন্যা স্থায়ী হলে কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৬টি জেলার ২৩৯টি উপজেলার প্রায় ৭ লাখ একর জমির আউশ-আমন ধান, বীজতলা পানিতে ডুবে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে দেশের কলকারখানার চাকা। কলকারখানায় পানি উঠে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ছে। চিংড়িঘের ভেসে গেছে। বেঁচে থাকার শেষ সম্বলও বন্যার্ত মানুষ হারিয়ে ফেলছে। সামনে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে তারা তাকিয়ে রয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে এখন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। আগের সরকার চায়নি বলে এ সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য চাইলে ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এমন ধারণা করে বসে থাকলে চলবে না। প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আবেদন করতে হবে। সাহায্যের দ্রব্য যাতে লুটপাট না হয় সেদিকে সরকারের কড়া নজর রাখতে হবে। অতীতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনেক ভয়াবহ সংকট মোকাবেলা করেছে। '৯৮-এর বন্যা তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। আজও আমাদের দলমত নির্বিশেষে ভয়াল বন্যার মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সংরক্ষিত নারী আসন

cv_xiv jwesÍq e

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

অধ্যাপিকা নাজমা রহমান

ড. হাসিনা বানু

বিদিশা এরশাদ

আগামী জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিল পাস হচ্ছে। আইন মন্ত্রণালয়ের সূত্র থেকে জানা গেছে, সংসদে ৪৫টি মহিলা আসন সংরক্ষণ রেখে বিলটি পাস হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদে আনুপাতিক হারে আসন দেয়া হচ্ছে। হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসদে বিএনপি আনুপাতিক হারে ৩০টি, আওয়ামী লীগ ৯টি, জামায়াত ৩টি, জাতীয় পার্টি ২টি, কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক লীগসহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মিলে ১টি সিট পাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হতে বিএনপির প্রার্থী নেত্রীরা এখন প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। এ প্রতিযোগিতায় রয়েছে মন্ত্রীর স্ত্রী, সাবেক সাংসদ, বিভিন্ন পেশাজীবী নেত্রী, সাবেক ও বর্তমানের ছাত্রদল নেত্রীরা।

জানা গেছে, নির্বাচনে সাবেক প্রতিমন্ত্রী বেগম সারোয়ারী রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফরিদা হাসান, মাহমুদা সালাম তালুকদার, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হাসিনা বানু, চট্টগ্রামের রোজী কবীর, সাবেক ছাত্রদল নেত্রী শিরিন আক্তার, হেলেন জেরিন খান, রেহানা আক্তার বানু, নাবিলা চৌধুরী প্রতিযোগিতায় রয়েছেন। এ ছাড়া সংসদ সদস্য হতে চান প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জাহানারা বেগম, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান।

যশোর থেকে আমাদের প্রতিনিধি মামুন রহমান জানান,

যশোর থেকে মহিলাদের আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন জোট সরকারের প্রধান শরিক দল বিএনপি থেকে ৫ জন প্রার্থী হচ্ছেন। কাঙ্ক্ষিত এ পদটি পাওয়ার জন্য তারা জোর চেষ্টা-তদবিরও চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলা ছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন অনেকে। তবে এ ক্ষেত্রে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং যশোরের সন্তান পরিবেশ ও বনমন্ত্রী তরিকুল ইসলামকে সবাই গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি। কারণ তার মতামতই কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে সবচেয়ে প্রাধান্য পাবে। এজন্য ৫ প্রার্থীদের কেউ কেউ লবিংও করছেন। নিরপক্ষ নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, প্রার্থীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে যোগ্য। এ ক্ষেত্রে দলের পেছনে কার কি অবদান রয়েছে তাও তুলে ধরছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যশোর জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সালেহা বেগম, সহসভানেত্রী খাদিজা আলী, সাধারণ

ফলোআপ

মধুপুর বনে উচ্ছেদ অভিযান শুরু

অবশেষে বন বিভাগ মধুপুর বনাঞ্চল থেকে অবৈধ দখলকৃত বনাঞ্চলে উচ্ছেদ শুরু করেছে। গত ২০ জুলাই থেকে অভিযান শুরু হয়েছে। গত ১৬ জুলাই সাপ্তাহিক ২০০০-এ বর্ষ ৭, সংখ্যা ১০-এ 'স্পট মধুপুর : শালবন কেটে কলাবাগান' শীর্ষক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর টনক নড়ে বন মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শুরু হয় দখলদার উচ্ছেদ। সংঘবদ্ধ দখলদাররা কিছু আদিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে শালবন কেটে কলা ও আনারসের বাগান করে। দখল নেয় বনের জমি। ইকোপার্কের জন্য দেয়াল নির্মাণকে কেন্দ্র করে গত ডিসেম্বরে আদিবাসী যুবক নিহত হন। এ নিয়ে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বন বিভাগ ইকোপার্কের কার্যক্রম বন্ধ রাখে। আনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা ও সন্ত্রাসীরা বন দখলে একাট্টা হয়। তারা কয়েক শত হেক্টর জমি দখল করে নিয়ে কলা ও আনারসের বাগান করে। গড়ে তোলে বনে ২০টি সশস্ত্র গ্রুপ। বন অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, এসব দখলদারদের বিরুদ্ধে গত ২০ জুলাই থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩৫ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে আদিবাসী দখলদারকে। সংঘবদ্ধ দখলদারদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে বন অধিদপ্তরের কনজারভেটর অব ফরেস্ট মনোজ কান্তি রায় ২০০০কে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে মধুপুর বনাঞ্চলের অবৈধ দখলদারের কাছ থেকে জমি উদ্ধারের কাজ শুরু করেছি। এ অভিযান চলবে।' মধুপুর বন দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ। বন অধিদপ্তর দেরিতে হলেও যে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে তা প্রশংসিত হয়েছে। তবে যাদের অবহেলায় বন দখল হলো, যারা গডফাদার হিসেবে বন দখল করেছে তাদের বিচার হওয়া প্রয়োজন। শ্রমজীবী গারো বা বাঙালিদের গ্রেপ্তার নয়, প্রয়োজন দখলদার রাজনৈতিক গডফাদারকে গ্রেপ্তার করা।

শাহীন মনোয়ারা হক

সম্পাদিকা চমন আরা বেগম ও সাংগঠনিক সম্পাদিকা ফিরোজা বুলবুল কলি মহিলা সাংসদ হওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। এ ৪ জনের সঙ্গে আরো একজনের নাম শোনা যাচ্ছে, তিনি হলেন প্রখ্যাত হৃদরোগ চিকিৎসক প্রফেসর হাসিনা বানু। বর্তমানে রাজধানীতে থাকলেও তিনি যশোরেরই বাসিন্দা। যশোরে মিল, কল-কারখানাসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা মহিলা দলের যে ৪ জন সংরক্ষিত এ আসনটি পেতে চাচ্ছেন তাদের মধ্যে সহসভানেত্রী খাদিজা আলী, সাংগঠনিক সম্পাদিকা ফিরোজা বুলবুল কলি ও সাধারণ সম্পাদিকা চমন আরা বেগম পর্যায়ক্রমে এগিয়ে রয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছুটা পিছিয়ে রয়েছেন সভানেত্রী সালেহা বেগম। এই ৪ প্রার্থীর সবাই দলের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত। তবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন শহরের কারবালার বাসিন্দা ফিরোজা বুলবুল কলি। তিনি এক সময় ছাত্রদলের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেত্রী ছিলেন। অপরদিকে উপশহরের বাসিন্দা খাদিজা আলী একটি দুস্থ মহিলা সমিতির সভাপতি ছাড়াও উপজেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। স্থানীয় নেতারা এই ৪ প্রার্থীর মধ্যে কে যোগ্য এবং দলের জন্য কার কতটুকু অবদান রয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন। তবে যোগ্যতার বিচারে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন প্রফেসর ডা. হাসিনা বানু। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দল তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। কারণ প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ায় দেশজুড়ে তার ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে। তিনি ঢাকায় অবস্থান করলেও প্রতি বৃহস্পতিবার যশোরে এসে রোগী দেখেন। নামকরা এই চিকিৎসককে হাতের কাছে পেয়ে যশোরের মানুষও খুশি। তিনি শুধু চিকিৎসাই দেন না; গরিব, অসহায় রোগীদের ফ্রি ওষুধও দিয়ে থাকেন। যশোরে অ্যাপেক্স রফি খান শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়ও তার রয়েছে ব্যাপক অবদান। এ ছাড়া যশোরের অভয়নগর ও বাঘারপাড়ায় সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান মরহুম আয়ুব হোসেন ফাউন্ডেশন জনকল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

আওয়ামী লীগ নীতিগতভাবে সংরক্ষিত মহিলা আসন নেবে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। অনেকেই নেমেছে প্রতিযোগিতায়। বিভিন্নভাবে তারা দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে তাদের ইচ্ছা পৌঁছে দিচ্ছেন। জানা গেছে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হতে চান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-পরিষদের সহ-সম্পাদক রাশেদা মহিউদ্দিন, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুলতানা শফি, নাট্যাভিনেত্রী তারানা হালিম, নিহত বামপন্থী নেতা কাজী আরেফের স্ত্রী রওশন জাহান সাথী, অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য শাহিদ মনোয়ার হক, মঞ্জিলা ফারুক,

স্ট্যাম্পে মুচলেকা

চট্টগ্রাম জজ আদালত ভবনে অবাঞ্ছিত আত্মস্বীকৃত টাউট ডা. অসীম সরকারের ভাই ইঞ্জিনিয়ার সুনীল সরকারের বিয়েতে উপস্থিত হয়েছেন চট্টগ্রাম আদালতের প্রায় ৩০ জন বিচারক। কথায় বলে, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।' আদালতপাড়ায় অবৈধ তৎপরতার দায়ে অভিযুক্ত ডা. অসীম সরকার ২৬ আগস্ট ২০০২, ১০০ টাকার ৩টি স্ট্যাম্পের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন। সেদিন চট্টগ্রাম পঞ্চম সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের খাস কামরায় অবৈধ অবস্থানকালীন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির দুর্নীতি দমন ও টাউট উচ্ছেদ কমিটির কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হন বিভিন্ন মামলায় তদবির করার জন্য তার অবৈধ যাতায়াত। সেই সঙ্গে স্বীকার করেন ঘুষের দালালিসহ বিভিন্ন প্রকার বেআইনি কাজে জড়িত থাকার কথা। তার কাছে বিভিন্ন বিজ্ঞ বিচারকের টেলিফোন নম্বর, বিভিন্ন পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে ছবি এবং বিভিন্ন মামলার নম্বর পাওয়া যায়। এসব জব্দ করে আইনজীবী সমিতি। ডা. অসীম অঙ্গীকার করেন, আর কখনো আদালত প্রাঙ্গণে এসে ঘুষের দালালি করবেন না। কোনো বিজ্ঞ বিচারকের খাস কামরায় প্রবেশ করবেন না। এর অন্যথা হলে আইনজীবী সমিতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

এমন সুস্পষ্ট অভিযোগে অবাঞ্ছিত এই ডা. অসীম সরকারের সঙ্গে কতোটা সুসম্পর্ক থাকলে তার ভাইয়ের বিয়েতে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের ব্যাপক উপস্থিতি সম্ভব- এ প্রশ্নে চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে-

* তদন্ত কমিটি করে জড়িত বিজ্ঞ বিচারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
* অসীম সরকারের বিরুদ্ধে ১৫ দিনের মধ্যে টাউট আইনে মামলা দায়ের
* ২০০২ সালের নীতিমালা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
* সিটি কর্পোরেশন থেকে ডা. অসীম সরকারকে অব্যাহতি
* আইনজীবী সমিতির ২৫ জুলাই ২০০৪ তারিখের সভায় যেসব দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত করে সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ রিপোর্ট দেবে।

আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মনোতোষ বড়ুয়ার সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর আলাপকালে জানা যায়, বিচারকরা তাদের পক্ষ থেকে এসব দাবি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান। এক অর্থে এসব দাবি প্রত্যাহারের অনুরোধ। দৃঢ়তার সঙ্গে এ ধরনের অনুরোধ ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে। গত ২৫ জুলাই রবিবার সমিতির সভায় অ্যাডভোকেট শিহাবউদ্দিন মাহমুদ রতন প্রশ্ন তোলেন, ২০০২ সালে হাতেনাতে ধৃত টাউট ডা. অসীম সরকার কী করে আবার আদালতে আসে? সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেবার দাবি জানান অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট গিয়াসউদ্দিন, পিপি আবদুস সাত্তারসহ সব সদস্য। আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন বাবুলের সভাপতিত্বে এ সভার কার্যক্রম ২২ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি রাখা হয়।

সুমি খান *চট্টগ্রাম থেকে*

নাজমা আক্তার

ভারতী নন্দী, যুব মহিলা লীগ নেত্রী নাজমা আক্তার, মুন্নুজান সুফিয়ান। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাই সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করবেন। তিনি সাবেক দুই মন্ত্রী আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য সাজেদা চৌধুরী এবং মতিয়া চৌধুরীকেও সংসদ সদস্য করে নিয়ে আসতে পারেন।

জাতীয় পার্টির সূত্র জানিয়েছে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হতে পার্টির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। বিদিশা এরশাদ, জিনাত মোশাররফ, রাবেয়া ভুঁইয়া, রাজিয়া ফয়েজ সংসদ সদস্য হতে চান। জামায়াত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন হাফেজা আসমা খাতুন, শামসু জাহান নিজামী, সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারা বেগম।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিল প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ ২০০০কে বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিলটি চূড়ান্ত করা হবে। আগামী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিলটি তোলা হবে। তিনি বলেন, 'সব দিক বিবেচনা করেই বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হচ্ছে।' আওয়ামী লীগের সংসদ উপনেতা আবদুল হামিদা আনুপাতিক হারে মহিলা আসন নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জিএম কাদের ২০০০কে বলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম মহিলারা যাতে সংসদে অধিক আসতে পারেন, তার জন্য নমিনেশনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো শতকরা ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করে রাখে এমন ধরনের একটি বিল আনতে। অথচ জোট সরকার গতানুগতিকভাবেই সংখ্যা বাড়িয়ে বিলটি আনছে।' জাতীয় পার্টি আনুপাতিক হারে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য নিতে রাজি বলে তিনি জানান।

তবে নারী নেত্রীরা এখনও সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি ভোট দাবি করে আসছেন। এ দাবির জন্য তারা আইনি লড়াইয়ে নামবেন। সচেতন মহল মনে করে, সংরক্ষিত নারী আসনে মহিলা সাংসদ নির্বাচনে নারী সমাজের সত্যিকার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা প্রয়োজন। যাতে তারা আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সাব-ডিপোতে বিষাক্ত ডিডিটি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম সাব-ডিপোতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০০ মেট্রিক টন ডিডিটি পড়ে রয়েছে। ঝড়-বৃষ্টিতে এই ডিডিটি ধুয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। শ্বাসকষ্ট, ক্যান্সারসহ নানা জটিলতায় ভুগছে স্থানীয় জনগণসহ অফিসের ১৩ স্টাফ। পাকিস্তান থেকে '৮৪'র নভেম্বর এবং '৮৫'র প্রথম দিকে ঢাকা চেম্বার বিল্ডিংয়ের মেসার্স এক্সচেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ-এর মাধ্যমে করাচি বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে এডিবি ঋণ চুক্তি (নং ব্যান-৫০৪) (এসএফ)-এর অধীনে 'পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম' প্রকল্পের ৫০০ মেট্রিক টন ডিডিটি নিম্নমানের হওয়ায় সরকারের ১ কোটি ৮৪ লাখ ৫৭ হাজার ৩২০ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তৎকালীন তদন্ত কমিটির পরিচালক মোঃ আবুল হাশিম ৬ আগস্ট '৯৭ স্বাক্ষরিত একটি চিঠি ইস্যু হয়। এতে জানানো হয় মোঃ হেলাল উদ্দিন খানকে (যুগ্ম সচিব, জিআইআই) (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির এ সিদ্ধান্ত।

চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানের মেসার্স এগ্রিসাইড লিমিটেড থেকে সফিনা-ই রহমত জাহাজে করে পাঠানো এই ডিডিটি পাউডারের নমুনা ২টি সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাব এবং ৪টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (WHO) পাঠানো হয়। এদের টেস্টে এই ডিডিটি অত্যন্ত নিম্নমানের এবং ক্ষতিকর জানানো হলে এই ডিডিটি প্রতিস্থাপনে নির্দেশ দেয়া হয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে। অথচ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এ ডিডিটি প্রতিস্থাপনে অস্বীকৃতি জানিয়ে আইসিসি (ICC) কোর্টে সালিশি মামলা দায়ের করে। এ মামলার রায় বাংলাদেশ সরকারের বিপক্ষে গেলে মাননীয় হাইকোর্টে বাংলাদেশ সরকার আপিল মামলা দায়ের করে। যা এখনো অব্যাহত। যে কারণে ২০ হাজার কার্টন ডিডিটি ১৯৫৭ সালে তৈরি ভবনের ৪টি গুদামে পরিত্যক্ত পড়ে রয়েছে, বিষ ছড়াচ্ছে চারদিকে। ১৩ আগস্ট ২০০০স্বাস্থ্য অধিপ্তরের কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার

শাহজাহানের কাছে চিঠি লেখা হয় মেডিকেল সাব-ডিপো বিল্ডিংয়ের দোতলার সিঁড়িতে ১৯৯ ব্যাগ ব্লিচিং পাউডার রাখাতে বৈদ্যুতিক লাইনে শর্টসার্কিট হয়ে ৯ আগস্ট ২০০০ সালে বিকেল ৪টায় আগুন ধরে যায়। এখানে পাকিস্তান থেকে '৮৩-'৮৪ অর্থবছরে আমদানিকৃত ২০ হাজার কার্টন ৫০০ মেট্রিক টন ডিডিটি পাউডার যথেষ্ট বিপজ্জনক। জরুরিভাবে যেন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়।

সুমি খান *চট্টগ্রাম থেকে*

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪